

চিত্ত ঃ

যোগ দার্শনিকগণ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিকে চিত্ত নামে অভিহিত করেছেন, যা মন নামক সূক্ষ্মদেহ থেকে পৃথক। তবে কেউ কেউ সাংখ্যের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনকে একীভূত অবস্থায় চিত্ত বলেছেন। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর তত্ত্ব বৈশারদীতে বলেছেন চিত্ত বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণ বিশেষ, ('চিত্ত শব্দেনান্তঃ করণং বুদ্ধিমুপলক্ষয়তি') ইহা প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতিস্বভাব এবং ত্রিগুণাত্মক। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক হলেও সত্ত্ব গুণের আধিক্য থাকে। চিত্ত বা বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য হিসাবে বিকৃতি আবার অহঙ্কারের কারণ রূপে প্রকৃতি। তাই প্রলয়কালেও চিত্তে (কারণ চিত্তে) সংস্কার, অদৃষ্ট থাকতে পারে বলে যোগবর্তিক গ্রন্থে বলা হয়েছে। যার বৃত্তিযুক্ত অবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষ করে - তাই চিত্ত। চিত্ত স্বরূপতঃ অচেতন, কিন্তু আত্মার অতি সন্নিকটে থাকার জন্য আত্মার চৈতন্য এতে প্রতিফলিত হয় এবং তখন একে চেতন বলেই মনে হয়। চিত্ত মন থেকে ভিন্ন হলেও যখন তা মনের মাধ্যমে কোন বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়, তখন তা সে বস্তুর আকার গ্রহন করে। চিত্তের এই আকার বা বৃত্তির মাধ্যমে বস্তুজ্ঞান জন্মে।

যোগ কাকে বলে ?

যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ’ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে। কেউ কেউ অবশ্য যজ ধাতু হতে যোগ শব্দ নিষ্পন্ন করায় তারা নিরোধ নয়, সংযোগ অর্থে যোগ কথাটি ব্যবহারের কথা বলেন। অর্থাৎ তারা পরমাত্মাও জীবাত্মার সংযোগকে যোগ বলেন। কিন্তু যোগ দার্শনিকদের মতে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই বিভু ও অচল বলে এদের সংযোগ অসম্ভব। আসলে যজ ধাতুর প্রয়োগ কেবল সংযোগ অর্থে নয়, সমাধি অর্থেও হয়। যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সমাধি। আর এই সমাধির অবস্থা লাভই যোগের চরম লক্ষ্য। মহর্ষি পাণিনি এবং ব্যাস এই অর্থেই ‘যোগ’ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে শব্দ প্রয়োগ হয় না। কোথাও কোথাও পারিভাষিক অর্থেও শব্দের প্রয়োগ করা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন - ‘যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ’।

চিত্তবৃত্তি : যোগদর্শনে যোগ বলতে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়েছে তা বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের ‘চিত্ত’ এবং ‘বৃত্তি’ শব্দ দুটির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সাংখ্য স্বীকৃত বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন - এই তিনটি তত্ত্বকে যোগদর্শনে চিত্ত বলা হয়েছে। এই তিনটি তত্ত্ব প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি জড় ও অচেতন। ‘চিত্তবৃত্তি’ হচ্ছে প্রকৃতির পরিণাম এই চিত্তের বিকার বা বৃত্তি। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ চিৎস্বরূপ। এজন্য, চিত্তের ওপর পুরুষ বা আত্মার চৈতন্য প্রতিফলিত হলে চিত্ত চেতনরূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রতিফলনের ফলে, প্রতিফলিত বা প্রতিবিস্তিত আত্মা চিত্তের বিকারকে নিজের বিকার বলে মনে করে। গতিশীল তরঙ্গে নিশ্চল চন্দ্রের প্রতিফলন হলে চন্দ্রকে যেমন গতিশীল মনে হয়, তেমনি নির্বিকার আত্মা চিত্তে প্রতিবিস্তিত হলে চিত্তের বৃত্তিগুলি আত্মার বৃত্তি বলে মনে হয়।

যোগশাস্ত্রমতে, মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন চিত্ত সেই বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। চিত্তের এই বিষয়াকার গ্রহণই চিত্তের বৃত্তি বা সংক্ষেপে ‘চিত্তবৃত্তি’। যেমন ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন ঘটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত ঘটের আকার গ্রহণ করে, অর্থাৎ চিত্তের ঘটাকার বৃত্তি হয়। ঠিক এই অবস্থায়, চিত্তের ওপর আত্মার চৈতন্য প্রতিফলিত হলে আত্মারও ঘটাকারবৃত্তি বা ঘটজ্ঞান হয়।

চিত্তবৃত্তির বিভিন্ন প্রকার :

চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ চিত্তের বিকার বা পরিণাম। এর দ্বারাই আমাদের যাবতীয় জ্ঞান হয়। যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার - ‘প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিঃ’ অর্থাৎ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। আমরা এগুলি বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করলাম।

১) প্রমাণ : যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে প্রমাণ বলে। এই প্রমাণ যোগমতে, তিন প্রকার। যথা - প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ(‘প্রত্যক্ষানুমানগমাঃ প্রমাণানি’) ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সংযোগ জনিত চিত্তের যে বৃত্তি তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান বা প্রত্যক্ষবৃত্তি। এই প্রত্যক্ষবৃত্তি আবার দু-প্রকার। যথা : বাহ্য প্রত্যক্ষবৃত্তি ও আন্তর প্রত্যক্ষবৃত্তি। বাহ্যবস্তু যথা ঘট, পট প্রভৃতির সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগের ফলে চিত্তের যে ঘটজ্ঞান বা ঘটাকারবৃত্তি হয় তা বাহ্য প্রত্যক্ষবৃত্তি। মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তের যে মানসিক অবস্থা সমূহের যথা সুখ-দুঃখের জ্ঞান বা বৃত্তি তা হল আন্তর প্রত্যক্ষবৃত্তি। দৃষ্ট বস্তুর সাহায্যে অদৃষ্ট বস্তুর যে জ্ঞান বা বৃত্তি তা হল অনুমানবৃত্তি। যেমন ধূম প্রত্যক্ষ করে অগ্নি সম্পর্কে যে জ্ঞান বা বৃত্তি তা হল অনুমান বৃত্তি। আপ্তব্যক্তি বা যথার্থ বক্তার বক্তব্য শুনে শ্রোতার চিত্তে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাই হল শব্দজ্ঞান বা আগমবৃত্তি।

২) বিপর্যয় : বিপর্যয় বলতে মিথ্যা বা ভ্রান্তজ্ঞান এবং সংশয় দুই বোঝায়(বিপর্যয়োমিথ্যাঞ্জানম)। বিপর্যয় মিথ্যাঞ্জান হলেও জ্ঞানের অভাব নয়। চিত্তবৃত্তি বিষয়ের অনুরূপ না হয়ে যদি ভিন্নরূপ হয়, তাহলে তাকে ভ্রান্তজ্ঞান বা মিথ্যাঞ্জান বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান ইত্যাদি। যোগদর্শনে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশরূপ বিপর্যয় বা ভ্রান্তজ্ঞানকে দুঃখের মূল বলা হয়েছে।

৩) বিকল্প : যোগসূত্রে বিকল্প আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -
‘শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ’ অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ কোন
বাস্তব বস্তু বোঝায় না, সেই শব্দ থেকে যে জ্ঞান বা বৃত্তি জন্মে
তারই নাম বিকল্প। যেমন আত্মার চৈতন্য কথাটি যখন ব্যবহার
করা হয়, তখন মনে হয় আত্মা ও চৈতন্য যেন দুটি পৃথক
জিনিস বা বিষয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, আত্মা ও চৈতন্য
অভিন্ন। পতঞ্জলির মতে, বিকল্পবৃত্তি বিপর্যয় ও প্রমাণবৃত্তি হতে
পৃথক। আত্মার চৈতন্য, আকাশ কুসুম প্রভৃতির ব্যবহার
ভ্রমজ্ঞানের মত বাধিত হয় না। আবার ঐ শব্দ কথিত বাস্তব বস্তু
না থাকায়, বিকল্প প্রমাণ বৃত্তির অন্তর্গতও নয়।

৪) নিদ্রা : যোগসূত্রে বলা হয়েছে - ‘অভাব-প্রত্যয়-
আলম্বনাবৃত্তিঃ নিদ্রা’ - সুষুপ্তিকালীন অভিজ্ঞতা বা তমোগুণকে
বিষয় করে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাই নিদ্রাবৃত্তি। চিত্তে তমঃ
গুণের আধিক্যহেতু এই বৃত্তির সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে
জাগ্রতকালীন অভিজ্ঞতা ও স্বাপ্ন অভিজ্ঞতা সবই আচ্ছন্ন হয়ে
যায়। আসলে যোগদর্শনে নিদ্রা বলতে সুষুপ্তি বোঝায়। কেউ কেউ
বলেন, সুষুপ্তি অবস্থায় কোন জ্ঞান সম্ভব নয়, তাই ঐ সময়
চিত্তবৃত্তিও সম্ভব নয়। কিন্তু যোগ দার্শনিকগণ এই মত স্বীকার
করেন না। তাঁরা বলেন, ‘জ্ঞান নেই’ - এই প্রতীতিও জ্ঞান।
সুষুপ্তি অবস্থায় এই প্রতীতি হয়। তা নাহলে নিদ্রাভঙ্গে ‘কাল
ভাল নিদ্রা হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারি নি’ - ইত্যাদি স্মৃতি হত
না। সুতরাং জ্ঞানভাবের চিত্তবৃত্তি সুষুপ্তিতেও থাকে।

৫) স্মৃতি : যোগ দার্শন স্বীকৃত পঞ্চম তথা শেষ বৃত্তি হল স্মৃতি। লক্ষণে বলা হয়েছে - 'অনুভূত বিষয় অসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ' অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার কোনরকম রদবদল না করে পুনঃ প্রকাশের নামই স্মৃতি। যেমন অতীতে ঘট প্রত্যক্ষের ফলে চিত্তের ঘটাকারবৃত্তি সংস্কাররূপে (প্রতিরূপের আকারে) সঞ্চিত থাকে। এখন সামনে ঘট না থাকলেও যদি সেই পূর্ব সংস্কারের উদ্রেক হয়, তাহলে ঘটাকার বৃত্তিরও উদ্রেক হবে। এভাবে অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেকই স্মৃতি।

যোগ দার্শনিকদের মতে, এই পাঁচ প্রকারের চিত্তবৃত্তি অতিরিক্ত অন্য কোন চিত্তবৃত্তি স্বীকারের দরকার নেই। চিত্ত যখন কোন বৃত্তিতে রূপায়িত হয়, তখন আত্মার চৈতন্য তাতে প্রতিফলিত হয় এবং চিত্তবৃত্তি তখন আত্মারই বৃত্তি বলে মনে হয়। কিন্তু উপরোক্ত কোন বৃত্তিই আত্মার বৃত্তি নয়। এসব চিত্তেরই বৃত্তি। কিন্তু আত্মার বৃত্তি বলে ভুল করার জন্য আত্মা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচভাবে ক্লিষ্ট হতে পারে। এই অবস্থার নাম আত্মার বন্ধন। এই বন্ধন থেকে মুক্তি একমাত্র চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারাই সম্ভব। কার্যচিত্তে চঞ্চলতা প্রশমিত হয়ে যখন কারণ চিত্তের অচঞ্চল প্রশান্তি দেখা দেয়, তখনই আত্মা নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব কিছু থেকেই ভিন্ন ও অসঙ্গ বলে উপলব্ধি করে। এইভাবে চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা যোগ বা সমাধি লাভ সম্ভব হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ